কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একেবারে সমসাময়িক ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নিয়েই গবেষণা করব এই গোঁ ধরে গিয়েছিলাম আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের কাছে। স্যার সস্নেহ প্রশ্রয়ে পথ বলে দিলেন। যখন গবেষণার কাজ শুরু করি স্যার তখন উপাচার্য। তবু শত ব্যস্ততার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যতটুকু সময় দেওয়া প্রয়োজন স্যার তা দিয়েছেন। যখনই কোনো সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছি, প্রশাসনিক কাজের ব্যস্ততার ফাঁকেও স্যার সময় দিয়েছেন। আমার এই গবেষণার কাজটি সম্ভবই হত না যদি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য না থাকতেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়াও নানা সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রত্যেক অধ্যাপক অধ্যাপিকার সহায়তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করব বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ড. বিশ্বতোষ চৌধুরীর নাম। যিনি অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়ে গেছেন, দ্রুত কাজ শেষ করার জন্যে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক বর্তমানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. বিকাশ রায়কে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যথোচিত সময়ে নানা পরামর্শ দানের জন্যে। বিভাগীয় অশিক্ষক কর্মচারীদের কৃতজ্ঞতা জানাই অফিসের কাজে সহায়তার জন্যে।

যে চারজন ঔপন্যাসিককে নিয়ে এই গবেষণামূলক কাজটি করা হল, তাঁরা প্রত্যেকেই সহায়তা করেছেন সর্বান্তকরণে। নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বের করে দিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করেছেন লেখালেখি, মতাদর্শ, উপন্যাস নিয়ে। এ সমস্ত সহায়তার জন্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন ও অমর মিশ্রকে জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণার জন্যে নির্বাচিত চারজন আখ্যানকার যেহেতু একবারে সাম্প্রতিক কালেও লিখে যাচ্ছেন, তাঁদের লেখালেখির উপর বেশিরভাগ আলোচনা লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেগুলি সংগ্রহ করেছি লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি থেকে। লাইব্রেরির কর্ণধার সন্দীপ দত্তের সহায়তার জন্যে তাঁকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

অবশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সানগ্রাফিক্সের কর্ণধার পুণ্যপ্রিয় চৌধুরীকে— শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে কাজ করার বাজে অভ্যাসটা তাঁর সহায়তায় এবারে উৎরে গেল তাই।